গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ভোট-রাজনীতির পাঁকে ভারতরত্ন

একেবারে পাইকারি হারে। হ্যাঁ, ভারতরত্ন খেতাবের কথাই বলছি।

মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে দু-দফায় পাঁচজনকে দেওয়া হল এই খেতাব। লালকৃষ্ণ আদবানি, নরসিমা রাও, চৌধরী চরণ সিং, কর্পূরী ঠাকুর এবং এম এস স্বামীনাথন। এর মধ্যে তিনজনকে দেওয়া হয়েছে মরণোত্তর।

একটা দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান যে এমন হারে দেওয়া যেতে পারে, সম্মানটিকে এমন করে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির বিষয় করে তোলা যেতে পারে এবং জনমানসে তার মর্যাদাকে এমন করে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া যেতে পারে তা বোধহয় নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী না হলে বোঝা যেত না। কোনও শাসক যখন এমন একটি খেতাবকে ক্ষমতার হাতিয়ার করে নেন, তখনই একমাত্র এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাতে পারেন। তখন আর চক্ষুলজ্জাটুকুও অবশিষ্ট থাকে না।

ভারতরত্নের মতো দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা কী হতে পারে? সাধারণ ভাবে যিনি সমাজের জন্য, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণের জন্য এমন বিশেষ কিছু করেছেন যা বিরল, যা সমাজকে, সভ্যতাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ যাঁকে এই সম্মান দেওয়া হবে তাতে তিনি যেমন সম্মানিত হবেন, ঠিক তেমনই দেশের মানুষও তাঁকে এই সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্মানিত মনে করবেন। এই নিরিখেই কি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই পাঁচজনকে ভারতরত্নে সম্মানিত করল?

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্যের অপশাসনের বিরুদ্ধে
৬ মার্চ রাজ্যের সর্বত্র গণবিক্ষোভ

সংসদীয় ব্যবস্থা, না কেনাবেচার বাজার?

এক একটা ভোটপর্ব যায়, তাতে কত টাকা ওড়ে? কত কোটি তা হিসাব করতে গেলে রামা কৈবর্ত-রহিম শেখদের মাথা ঘুরে যায়। নানা রঙের ঝান্ডাধারী বড় বড় দল এত টাকা কোথায় পায়, কে দেয়? কেনই বা দেয়? উত্তরটা জানা— দেয় বড় বড় পুঁজিমালিকরা। দলের তহবিলে এই টাকা পাওয়ার একটা রাজপথ ২০১৭-তে তৈরি করেছিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। তার নাম ইলেক্টোরাল বন্ড, বা নির্বাচনী বন্ড।

নির্বাচনী বন্ড

পুঁজি মালিকরা কেন গদিতে থাকা বা গদিতে যেতে পারে এমন দলের তহবিলে টাকা ঢালে? এর উত্তরও দেশের মানুষের কাছে একেবারে অজানা নয়। এবারে দেখা গেল ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, এই নির্বাচনী বন্ড হল কোনও কিছুর বিনিময়ে কাউকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা, আদালতের ভাষায় 'কুইড প্রো কুয়ো'।

এই বন্ডের ইতিহাসটা একটু দেখে নেওয়া যাক। ২০১৭-র মাঝামাঝি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার নির্বাচনে কালো টাকা রুখবার কথা বলে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, আয়কর আইন, কোম্পানি আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে এই নির্বাচনী বন্ড চালুর আইন এনেছিল। তৎকালীন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকরা এবং নির্বাচন কমিশনের কর্তারা এর বিরুদ্ধে মত দেন। তাঁরা বলেন, এর ফলে নির্বাচনে খাটা টাকা নিয়ে অস্বচ্ছতা আরও বাড়বে। কিন্তু ২০১৮-র শুরুতেই নরেন্দ্র মোদি সরকার সব আপত্তি উড়িয়ে বন্ড চালু করে দেয়। এর মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে যত খুশি ১ হাজার থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড কিনে কোনও রাজনৈতিক দলের হাতে তা তুলে দিতে পারেন। কে টাকা দিলেন তাঁর পরিচয় রাজনৈতিক দলটি ছাড়া কেউ জানবে না। রাজনৈতিক দলটিও প্রাপ্ত বন্ডের কোনও রেকর্ড রাখতে বাধ্য থাকবে না। দাতা এর জন্য আয়করে ছাড় পাবেন।

কারা পেল, কে দিল

২০১৮ থেকে ২০২৩-এর মার্চ পর্যন্ত ১২ হাজার ৮ কোটি টাকা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি পেয়েছে। এর ৫৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬ হাজার ৫৬৪ কোটি টাকা পেয়েছে একা বিজেপি। কংগ্রেস পেয়েছে ১ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১ হাজার ৯৩ কোটি টাকা (দ্য ওয়্যার ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৬.০২.২০২৪)। অন্যান্য যারা বেশি টাকা পেয়েছে তাদের মধ্যে আছে বিজেডি, ডিএমকে, বিআরএস, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, আপ, টিডিপি, শিব সেনা ইত্যাদি।

কে দিল? সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা কঠিন। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্টেট ব্যাঙ্ক যদি ৬ মার্চের মধ্যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি গ্রামীণ ভারত বনধ ও শিল্প ধর্মঘটে

সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম) এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে পালিত হল গ্রামীণ ভারত বনধ ও শিল্প ধর্মঘট। এ রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় ওই দিন এসকেএম গ্রামবাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালন করে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো ১৩ ফেব্রুয়ারি জেলায় জেলায় আইন অমান্য, মিছিল, বিক্ষোভ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে।

ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত করা, নয়া বিদ্যুৎ আইন ও স্মার্ট মিটার বাতিল করা, চারটি কালা শ্রম কোড বাতিল করা, খেতমজুর সহ সমস্ত গ্রামীণ মজুরদের সারা বছরের কাজ ও ৬০০ টাকা মজুরি, জবকার্ড হোল্ডারদের বকেয়া মজুরি অবিলম্বে পরিশোধ করার দাবিতেই ছিল এই আন্দোলন।

বনধের সমর্থনে বিহারের পাটনায় মিছিল। ১৬ ফেব্রুয়ারি

অভিনন্দন এআইইউটিইউসি-র

১৬ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে শিল্প ক্ষেত্রে এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে বনধ সফল করার জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন, দেশের নানা প্রান্তে আন্দোলনকারীদের উপর নৃশংস পুলিশি আক্রমণ ও গ্রেপ্তারের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

আমরা তঁদের দ্রুত মুক্তি দাবি করছি। উল্লেখ্য, গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের মধ্যে রয়েছেন এআইইউটিইউসি-র অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং সংগঠনের হরিয়ানা রাজ্য সভাপতি কমরেড রাজেন্দ্র সিংহ-ও।

অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস) রাজ্যের দুই শতাধিক জায়গায় কৃষক-খেতমজুরদের সংগঠিত করে এসকেএম-এর ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল, সভা, কুশপুতুল দাহ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। হাজার হাজার কৃষক-খেতমজুর এবং শ্রমিক এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। পাঞ্জাবের কৃষকরা এই দাবিতে আন্দোলন করছে। দিল্লি সীমান্তে এই কৃষকদের উপর মোদি সরকার ড্রোন থেকে টিয়ার গ্যাস, রবার বুলেট ছুড়ে যে ভাবে বর্বর আক্রমণ করেছে সর্বত্র তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে।

মোদি সরকার দেশের শ্রমিক-কৃষক সহ আমজনতার বিরুদ্ধে একটার পর একটা যে নীতি গ্রহণ করে চলেছে তা প্রতিরোধে শ্রমিক-কৃষকের এই যৌথ মঞ্চ গোটা দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

কর্ণাটকে আশাকর্মীদের বিশাল সমাবেশ

সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, পিএফ-ইএসআই-গ্র্যাচুয়িটি এবং ১৫ হাজার টাকা সাম্মানিক ভাতা সহ নানা দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আশাকর্মী ইউনিয়নের ডাকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা রাজ্যের ২০ হাজার আশাকর্মী 'বিধানসভা চলো' অভিযান উপলক্ষে বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কের বিক্ষোভ সভায় সামিল হন

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশে সভা

সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে ১১ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ

যোগমায়া দেবী কলেজে টিএমসিপি দুষ্কৃতীদের হামলা

প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভ রাজ্য জুড়ে

কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজে ১৪ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কলেজের ভেতরে চড়াও হয়ে এআইডিএসও-র ব্যানার ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয়। তারা স্বরস্বতী পুজোর সজ্জা নষ্ট করতেও উদ্যত হয়। সাধারণ ছাত্রীরা এবং এআইডিএসও-র ছাত্রীকর্মীরা বাধা দিলে তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। এই হিংস্র বাহিনী নির্লজ্জভাবে কলেজের অধ্যাপক ও কর্মচারীদের উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রান্ত হন কয়েক জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী। পুরুষ দুষ্কৃতীরা এআইডিএসও-র ছাত্রীকর্মীদের পোশাক ছিঁড়ে দিয়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। তাদের মোবাইল ফোন, ঘড়ি, ব্যাগ কেড়ে নিয়ে পালায়।

এই আক্রমণে এআইডিএসও কর্মী কলেজ-ছাত্রী পুতুল প্রধান, অদিতি হান্ডা, দীপ্তি জানা, সুপ্রীতি মাইতি, মনীষা প্রধান সহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়। পুলিশকে ফোন করা হলেও তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছতে গড়িমসি করে। দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে এআইডিএসও পরদিন হাজরা চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় এবং ভবানীপুর থানায় ডেপুটেশন দেয় (ছবি)। রাজ্যের সমস্ত জেলাতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে কলেজের ভিতরে বহিরাগত পুরুষদের যাতায়াত বন্ধ করা, ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কলেজের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়।

সন্দেশখালি ঃ সংহতি সভায় বিশিষ্ট নাগরিকরা

সন্দেশখালিতে শাহজাহান এবং তার শাগরেদদের সন্ত্রাস, তোলাবাজি, নারীনিগ্রহ সহ নানা কুকর্মের প্রতিবাদে এবং সেখানকার প্রতিবাদী নাগরিকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় রানুচ্ছায়া মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল সংহতি সভা। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস সহ অধ্যাপক- আইনজীবী-চিকিৎসক সংগঠন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি এই সভায় মিলিত হয়। রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজকর্মী, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মীরা সভায় বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, অধ্যাপিকা মিরাতুন নাহার, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন, সঙ্গীত শিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া, ঋদ্ধি সেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ি সহ প্রত্যেকেই তাঁদের বক্তব্যে সন্দেশখালি সহ রাজ্য জুড়ে বেড়ে চলা অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে দাঁড়ানোর, রাস্তায় নামার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুজাত ভদ্র প্রস্তাব দেন, সন্দেশখালিতে গিয়ে গণশুনানি করা হোক। সভায় উপস্থিত সকলেই তা সমর্থন করেন।

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন বলেন, ক্ষমতার অলিন্দে থাকা রাজনীতিকদের চাপে নাগরিকদের প্রতিবাদ করার জায়গাটা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। আমরা শিল্পী। তাই শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবাদ করতে হয় আমাদের। বলেন, ছোটবেলায় বাবা-দাদাদের মুখে শুনেছি বরানগর, কাশীপুরে বহু বামপন্থী কর্মী কংগ্রেসের হাতে খুন হয়েছিল। তা হলে কোন মন্ত্রবলে কংগ্রেস সাংঘাতিক বন্ধু হয়ে গেল সিপিএমের? কোন কংগ্রেস? যারা এমার্জেন্সি, শিখ দাঙ্গার মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়েছিল। তিনি বলেন, সন্দেশখালি নিয়ে যখন নাগরিকরা প্রতিবাদ করছেন, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির ভয়ঙ্কর উক্তি— ওখানে 'হিন্দু' নারীদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে। নারীর মর্যাদা, নারী নির্যাতন এই কথাগুলির গুরুত্ব তাদের কাছে নেই।

তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, আপনি এবং আপনার শাগরেদরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে লড়তে দিচ্ছেন না। আপনারা চুরি-দুর্নীতি করে এবং দুষ্কৃতীরাজ কায়েম করে 'দায়িত্ব' নিয়ে এই আন্দোলনকে পিছিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, আমৃত্যু আমি এই ভেবে গর্ব বোধ করব যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে আমি যুক্ত ছিলাম।

মিরাতুন নাহার বলেন, শাসকরা বিরোধীদের সঙ্গে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করবে, আর বিরোধীরা শাসকের ত্রুটি ধরে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, শুধু এই-ই চলবে, নাকি জনস্বার্থ নিয়ে দলগুলি ভাববে? ঋদ্ধি সেন বলেন, বহু অনুষ্ঠান-উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন, কিন্তু সন্দেশখালিতে তিনি যেতে পারলেন না। দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, আমরা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে ছিলাম, এই আন্দোলনেও আছি।

সংযুক্ত কিসান মোর্চা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির যৌথ উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি যে সারা ভারত শিল্প ধর্মঘট ও গ্রামীণ ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তার সমর্থনে ১৫ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরার আগরতলায় ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে এআইকেকেএমএস সহ অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এআইকেকেএমএস-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী ও সভাপতি বিভুলাল দে প্রমুখ।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by him on behalf of SUCI (Communist), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 700 013 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com